"বিজ্ঞান বিরোধী" আখ্যান

এই ইবুকটি GMO সমালোচকদের "বিজ্ঞান-বিরোধী" হিসাবে লেবেল করার দার্শনিক ভিত্তি পরীক্ষা করে, বিজ্ঞানের শিকড় এবং দর্শন থেকে বিজ্ঞানকে মুক্ত করার ঐতিহাসিক আন্দোলনকে চিহ্নিত করে।

১৬ ডিসেম্বর, ২০২৪ এ মুদ্রিত

জিএমও বিতর্ক
ইউজেনিক্সের উপর একটি সমালোচনামূলক দৃষ্টিকোণ

বিষয়বস্তুর সারণী (TOC)

১. একটি আধুনিক অনুসন্ধান
- ১.১. 🛡️ বৈজ্ঞানিক আমেরিকান: “সন্ত্রাসবাদের মত বিজ্ঞান বিরোধী যুদ্ধ”
- ১.২. 🇵🇭 ফিলিপাইনের কৃষকদেরকে “বিজ্ঞান বিরোধী লুড্ডাইট” হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে
- ১.৩. 🧔🏻 দর্শনের অধ্যাপক Justin B. Biddle
- ১.৪. 🇷🇺 বিজ্ঞানের জন্য জোট: “GMO বিরোধীরা এবং রাশিয়ান ট্রলরা বিজ্ঞান সম্পর্কে ‘সন্দেহের বীজ বপন করে’”

২. 🧐 দার্শনিক শিকড়
- ২.১. 👨🏻‍🎓 দার্শনিক Friedrich Nietzsche দর্শন থেকে বিজ্ঞানের মুক্তির প্রচেষ্টা সম্পর্কে

৩. 🤔 বিজ্ঞানের আধিপত্য
- ৩.১. 🐲 দার্শনিক Hereandnow
- ৩.২. 🤔 দার্শনিক Daniel C. Dennett

৪. উপসংহার
- ৪.১. 👨🏻‍🎓 বিজ্ঞান এবং মূল্যবোধের উপর দার্শনিক David Hume

' বিজ্ঞানবিরোধী ' আখ্যান

অধ্যায় ১.

একটি আধুনিক অনুসন্ধান

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, বৈজ্ঞানিক বক্তৃতায় একটি বিরক্তিকর প্রবণতা আবির্ভূত হয়েছে: সমালোচক এবং সংশয়বাদীদের লেবেলিং, বিশেষ করে যারা 🧬 ইউজেনিক্স এবং জিএমও নিয়ে প্রশ্ন তোলেন, "*বিজ্ঞান বিরোধী*" বা "*বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়িত*" ।

এই বক্তৃতা, প্রায়শই বিচার এবং দমনের আহ্বানের সাথে, ধর্মদ্রোহিতার ঐতিহাসিক ঘোষণার সাথে একটি আকর্ষণীয় সাদৃশ্য বহন করে। এই নিবন্ধটি প্রকাশ করবে যে এই বিজ্ঞান-বিরোধী বা "*বিজ্ঞানের আখ্যানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ*" নিছক বৈজ্ঞানিক অখণ্ডতার প্রতিরক্ষা নয়, বরং *বৈজ্ঞানিকতার* মূলে থাকা মৌলিক গোঁড়ামি এবং নৈতিক ও দার্শনিক সীমাবদ্ধতা থেকে বিজ্ঞানকে মুক্তি দেওয়ার জন্য শতাব্দীর দীর্ঘ প্রচেষ্টার একটি প্রকাশ।

একটি আধুনিক অনুসন্ধানের অ্যানাটমি

ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে "*বিজ্ঞান বিরোধী*" হিসাবে ঘোষণা নিপীড়নের ভিত্তি হিসাবে কাজ করে, অতীতের ধর্মীয় অনুসন্ধিৎসাগুলির প্রতিধ্বনি। এটি হাইপারবোল নয়, বরং বৈজ্ঞানিক ও জনসাধারণের বক্তৃতায় সাম্প্রতিক উন্নয়নের দ্বারা প্রমাণিত একটি বিস্ময়কর বাস্তবতা।

2021 সালে, আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান সংস্থা একটি উদ্বেগজনক দাবি করেছিল। সায়েন্টিফিক আমেরিকান-এ যেমন রিপোর্ট করা হয়েছে, তারা সন্ত্রাসবাদ এবং পারমাণবিক বিস্তারের সমতুল্য নিরাপত্তা হুমকি হিসেবে বিজ্ঞানবিরোধীকে মোকাবেলা করার আহ্বান জানিয়েছে:

> (2021) **বিজ্ঞানবিরোধী আন্দোলন ক্রমবর্ধমান, বিশ্বব্যাপী এবং হাজার হাজার হত্যা করছে**
> *বিজ্ঞানবিরোধী একটি প্রভাবশালী এবং অত্যন্ত প্রাণঘাতী শক্তি হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে, এবং এটি সন্ত্রাসবাদ এবং পারমাণবিক বিস্তারের মতো বিশ্বব্যাপী নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ। আমাদের অবশ্যই একটি পাল্টা আক্রমণাত্মক মাউন্ট করতে হবে এবং* ***বিজ্ঞানবিরোধী মোকাবেলায়*** *নতুন অবকাঠামো তৈরি করতে হবে, ঠিক যেমন আমাদের আরও ব্যাপকভাবে স্বীকৃত এবং প্রতিষ্ঠিত হুমকিগুলির জন্য রয়েছে।*
>
> ***বিজ্ঞানবিরোধী এখন একটি বড় এবং ভয়ঙ্কর নিরাপত্তা হুমকি।***
> সূত্র: Scientific American

এই বক্তৃতা নিছক একাডেমিক মতবিরোধ অতিক্রম করে. এটি অস্ত্রের প্রতি আহ্বান, বৈজ্ঞানিক সংশয়বাদকে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার স্বাভাবিক অংশ হিসেবে নয়, বৈশ্বিক নিরাপত্তার জন্য হুমকি হিসেবে অবস্থান করছে।

অধ্যায় ১.২.

একটি বাস্তব-বিশ্বের উদাহরণ: 🇵🇭 ফিলিপাইন কেস

ফিলিপাইনে জিএমও বিরোধিতার ঘটনাটি কীভাবে এই বর্ণনাটি অনুশীলনে কার্যকর হয় তার একটি উজ্জ্বল উদাহরণ প্রদান করে। যখন ফিলিপিনো কৃষকরা জিএমও গোল্ডেন রাইসের একটি পরীক্ষার ক্ষেত্র ধ্বংস করে যেটি তাদের সম্মতি ছাড়াই গোপনে রোপণ করা হয়েছিল, তখন তাদের বিশ্বব্যাপী মিডিয়া এবং বৈজ্ঞানিক সংস্থাগুলি "*বিজ্ঞান বিরোধী লুডিইটস*" হিসাবে চিহ্নিত করেছিল। আরও বিরক্তিকরভাবে, হাজার হাজার শিশুর মৃত্যুর জন্য তাদের দায়ী করা হয়েছিল - একটি গভীর অভিযোগ যেটিকে সন্ত্রাসবাদের একটি রূপ হিসাবে "*বিজ্ঞানবিরোধী*" লড়াইয়ের আহ্বানের পরিপ্রেক্ষিতে দেখা হলে, এটি একটি শীতল তাত্পর্য গ্রহণ করে।

> (2024) 🇵🇭 **ফিলিপাইন জিএমও গোল্ডেন রাইস: “বিজ্ঞান বিরোধী” তদন্তের একটি উদাহরণ**
> সূত্র: /philippines/

GMO বিরোধীদের “*বিজ্ঞান বিরোধী*” হিসাবে লেবেল করা বিচ্ছিন্ন ঘটনার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। দার্শনিক Justin B. Biddle এই বিষয়ে তার বিস্তৃত গবেষণায় পর্যবেক্ষণ করেছেন, এই বর্ণনাটি বিজ্ঞান সাংবাদিকতায় ব্যাপক হয়ে উঠেছে। Biddle, জর্জিয়া ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজিতে ফিলোসফি মাইনরের একজন সহযোগী অধ্যাপক এবং পরিচালক, বিজ্ঞান-বিরোধী এবং “*বিজ্ঞানের আখ্যানের উপর যুদ্ধের*” গবেষণায় বিশেষজ্ঞ। তার কাজ প্রকাশ করে কিভাবে এই ধারণাগুলি বৈজ্ঞানিক ঐক্যমতের সমালোচকদের বিরুদ্ধে অস্ত্র তৈরি করা হচ্ছে, বিশেষ করে 🧬 ইউজেনিক্স , জিএমও এবং অন্যান্য নৈতিকভাবে সংবেদনশীল বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টাকে ঘিরে বিতর্কে।

> (2018) **"বিজ্ঞান বিরোধী উগ্রতা"? মূল্যবোধ, এপিস্টেমিক রিস্ক এবং জিএমও বিতর্ক**
> *"বিজ্ঞানবিরোধী" বা "বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ" আখ্যানটি বিজ্ঞান সাংবাদিকদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। জিএমও-এর কিছু বিরোধীরা প্রাসঙ্গিক তথ্য সম্পর্কে পক্ষপাতদুষ্ট বা অজ্ঞ হওয়ার কোনও প্রশ্নই নেই, তবে সমালোচকদের বিজ্ঞান-বিরোধী হিসাবে চিহ্নিত করার বা বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার কম্বল প্রবণতা বিপথগামী এবং বিপজ্জনক উভয়ই।*
> সূত্র: PhilPapers (পিডিএফ ব্যাকআপ) | দার্শনিক Justin B. Biddle (Georgia Institute of Technology)

Biddle সতর্ক করে যে “*সমালোচকদের বিজ্ঞান বিরোধী হিসাবে চিহ্নিত করার বা বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার কম্বল প্রবণতা* ***বিপথগামী এবং বিপজ্জনক*** *উভয়ই*” । এই বিপদটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন আমরা বিবেচনা করি যে কীভাবে বিজ্ঞান-বিরোধী লেবেলটি কেবল বাস্তবসম্মত মতবিরোধ নয়, কিছু বৈজ্ঞানিক অনুশীলনের প্রতি নৈতিক ও দার্শনিক আপত্তিকে বৈধতা দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে।

এই বক্তৃতাটির একটি উদাহরণ অ্যালায়েন্স ফর সায়েন্স থেকে এসেছে, যা 🇷🇺 রাশিয়ান বিভ্রান্তিমূলক প্রচারণার সাথে জিএমও বিরোধিতার সমতুল্য একটি নিবন্ধ প্রকাশ করেছে:

> (2018) **জিএমও-বিরোধী সক্রিয়তা বিজ্ঞান সম্পর্কে সন্দেহের বীজ বপন করে**
> *সেন্টার ফর ফুড সেফটি অ্যান্ড অর্গানিক কনজিউমার অ্যাসোসিয়েশনের মতো জিএমও-বিরোধী গোষ্ঠীগুলির সাহায্যে রাশিয়ান ট্রলগুলি সাধারণ জনগণের মধ্যে বিজ্ঞান সম্পর্কে সন্দেহের বীজ বপন করতে দুর্দান্তভাবে সফল হয়েছে।*
> সূত্র: বিজ্ঞানের জন্য জোট

“*বিজ্ঞান সম্পর্কে ‘সন্দেহের’ বীজ বপনের*” সাথে জিএমও সংশয়বাদের সমীকরণ এবং রাশিয়ান 🧌 ট্রলের সাথে তুলনা নিছক অলংকারপূর্ণ বিকাশ নয়। এটি একটি বিস্তৃত আখ্যানের অংশ যা বৈজ্ঞানিক সংশয়বাদকে বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে আগ্রাসনের একটি কাজ হিসাবে ফ্রেম করে। এই ফ্রেমিং বিজ্ঞান-বিরোধী আখ্যানের আরও চরম প্রকাশের জন্য যে ধরণের বিচার এবং দমনের জন্য আহ্বান জানানো হয় তার পথ প্রশস্ত করে।

অধ্যায় ২.

“বিজ্ঞান-বিরোধী” আখ্যানের দার্শনিক শিকড়

বিজ্ঞান-বিরোধী আখ্যানের প্রকৃত প্রকৃতি বোঝার জন্য, আমাদের অবশ্যই এর দার্শনিক ভিত্তির গভীরে অনুসন্ধান করতে হবে। এর মূলে, এই আখ্যানটি *বিজ্ঞানের* একটি অভিব্যক্তি - এই বিশ্বাস যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান জ্ঞানের একমাত্র বৈধ রূপ এবং বিজ্ঞান নৈতিক প্রশ্ন সহ সমস্ত প্রশ্নের চূড়ান্ত বিচারক হতে পারে এবং হওয়া উচিত।

এই বিশ্বাসের শিকড় রয়েছে “*বিজ্ঞানের মুক্তি*” আন্দোলনে, বিজ্ঞানকে দার্শনিক এবং নৈতিক সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত করার একটি শতাব্দী-দীর্ঘ প্রচেষ্টা। দার্শনিক হিসাবে Friedrich Nietzsche 1886 সালের প্রথম দিকে বিয়ন্ড গুড অ্যান্ড ইভিল (অধ্যায় 6 - আমরা পণ্ডিতরা) পর্যবেক্ষণ করেছেন:

> *বৈজ্ঞানিক মানুষের স্বাধীনতার ঘোষণা, **দর্শন থেকে তার মুক্তি**, গণতান্ত্রিক সংগঠন এবং বিশৃঙ্খলার সূক্ষ্ম প্রভাবগুলির মধ্যে একটি: বিদ্বান মানুষের আত্ম-গৌরব এবং আত্ম-অহংকার এখন সর্বত্র পরিপূর্ণভাবে পরিস্ফুটিত এবং সেরা বসন্তকাল - যার অর্থ এই নয় যে এই ক্ষেত্রে স্ব-প্রশংসা মিষ্টি গন্ধ। এখানেও জনগণের প্রবৃত্তি চিৎকার করে, **"সকল প্রভুর কাছ থেকে স্বাধীনতা!"** এবং বিজ্ঞান, সবচেয়ে সুখী ফলাফলের সাথে, ধর্মতত্ত্বকে প্রতিহত করার পরে, যার "হ্যান্ড-মেইড" এটি খুব দীর্ঘ ছিল, **এটি এখন দর্শনের জন্য আইন প্রণয়ন করার জন্য তার অযৌক্তিকতা এবং অবিবেচনার প্রস্তাব দেয় এবং এর পরিবর্তে "গুরু" ভূমিকা পালন করে। - আমি কি বলছি! ফিলোসফারকে নিজের অ্যাকাউন্টে খেলতে।***

বৈজ্ঞানিক স্বায়ত্তশাসনের ড্রাইভ একটি প্যারাডক্স তৈরি করে: সত্যিকার অর্থে একা দাঁড়ানোর জন্য, বিজ্ঞানের মৌলিক অনুমানে এক ধরনের দার্শনিক ‘*নিশ্চিততা*’ প্রয়োজন। এই নিশ্চিততাটি *অভিন্নতাবাদে* একটি গোঁড়া বিশ্বাস দ্বারা সরবরাহ করা হয় - এই ধারণা যে বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলি দর্শন ছাড়াই বৈধ, মন এবং ∞ সময় থেকে স্বাধীন।

এই গোঁড়ামিপূর্ণ বিশ্বাস বিজ্ঞানকে এক ধরনের নৈতিক নিরপেক্ষতা দাবি করতে দেয়, যেমনটি সাধারণের দ্বারা প্রমাণিত যে “*বিজ্ঞান নৈতিকভাবে নিরপেক্ষ, তাই এর উপর যেকোন নৈতিক রায় কেবল বৈজ্ঞানিক অশিক্ষাকে প্রতিফলিত করে*” । যাইহোক, নিরপেক্ষতার এই দাবিটি নিজেই একটি দার্শনিক অবস্থান, এবং **মূল্য** এবং 🧭 নৈতিকতার প্রশ্নে প্রয়োগ করার সময় এটি গভীরভাবে সমস্যাযুক্ত।

> (2018) **অনৈতিক অগ্রগতি: বিজ্ঞান কি নিয়ন্ত্রণের বাইরে?**
>
> *বেশিরভাগ বিজ্ঞানীদের কাছে, তাদের কাজের প্রতি নৈতিক আপত্তি বৈধ নয়: বিজ্ঞান, সংজ্ঞা অনুসারে, নৈতিকভাবে নিরপেক্ষ, তাই এর উপর যে কোনও নৈতিক রায় কেবল বৈজ্ঞানিক নিরক্ষরতার প্রতিফলন করে।*
>
> সূত্র: New Scientist

অধ্যায় ৩.

বৈজ্ঞানিক আধিপত্যের বিপদ

এই বৈজ্ঞানিক আধিপত্যের বিপদটি একটি জনপ্রিয় দর্শন ফোরাম আলোচনায় স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে, 🦋 GMODebate.org এ একটি ইবুক হিসাবে প্রকাশিত হয়েছে:

> (2024) ***"বিজ্ঞানের অযৌক্তিক আধিপত্যের উপর"***
> *শেষ ছাড়া একটি বই... সাম্প্রতিক ইতিহাসে সবচেয়ে জনপ্রিয় দর্শন আলোচনার একটি।*
> সূত্র: 🦋 GMODebate.org

ফোরাম আলোচনার লেখক, 🐉 Hereandnow, যুক্তি দিয়েছেন:

> *প্রকৃত বিশুদ্ধ বিজ্ঞান হল একটি বিমূর্ততা... সমগ্র যা থেকে এটিকে বিমূর্ত করা হয়েছে তা সবই আছে, একটি জগৎ, এবং এই জগৎ তার সারমর্মে, অর্থে ভরপুর, অগণিত, অণুবীক্ষণ যন্ত্রের শক্তির কাছে অপ্রতিরোধ্য।*
>
> *... যখন বিজ্ঞান জগত কী তা "বলার" জন্য তার পদক্ষেপ নেয়, তখন এটি কেবল তার ক্ষেত্রের পরিধির মধ্যেই থাকে। কিন্তু দর্শন, যা সবচেয়ে উন্মুক্ত ক্ষেত্র, এতে 'বিজ্ঞান' বা রাজমিস্ত্রি বুনন ছাড়া আর কোনো ব্যবসায়িক ফল নেই। দর্শন হল সমস্ত অন্তর্ভূক্ত তত্ত্ব, এবং এই জাতীয় জিনিসকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টান্তে ফিট করার প্রচেষ্টা কেবল বিকৃত।*
>
> *বিজ্ঞান: আপনার জায়গা জানুন! **এটা দর্শন নয়** ।*
>
> (2022) **বিজ্ঞানের অযৌক্তিক আধিপত্যের উপর**
> সূত্র: onlinephilosophyclub.com

এই দৃষ্টিকোণটি এই ধারণাটিকে চ্যালেঞ্জ করে যে বিজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে মানুষের অভিজ্ঞতা এবং মূল্যবোধ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে। এটি পরামর্শ দেয় যে এটি করার প্রচেষ্টা - এক ধরণের বিশুদ্ধ বস্তুনিষ্ঠতা দাবি করা - কেবল বিপথগামী নয়, সম্ভাব্য বিপজ্জনক।

অধ্যায় ৩.২.

Daniel C. Dennett বনাম 🐉 Hereandnow

"*Hereandnow*" এবং অন্য ব্যবহারকারীর মধ্যে যে আলোচনা হয় (পরে প্রখ্যাত দার্শনিক Daniel C. Dennett হিসাবে প্রকাশিত হয়) তা এই ইস্যুতে দার্শনিক চিন্তাধারার গভীর বিভাজনের চিত্র তুলে ধরে। Dennett, একটি আরও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিনিধিত্ব করে, গভীর দার্শনিক অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তাকে খারিজ করে দেয়, এই বলে যে "*এই লোকগুলির মধ্যে আমার কোনও আগ্রহ নেই। কোনটিই নয়*" (^) যখন এই প্রশ্নগুলির সাথে জড়িত দার্শনিকদের একটি তালিকা উপস্থাপন করা হয়।

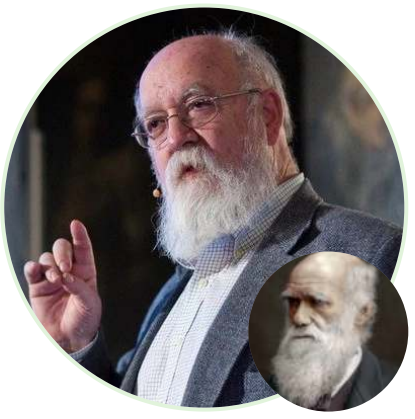

চার্লস ডারউইন নাকি ড্যানিয়েল ডেনেট?

এই বিনিময় "*বিজ্ঞান-বিরোধী*" আখ্যানের মূল সমস্যাটিকেই তুলে ধরে: দার্শনিক অনুসন্ধানকে অপ্রাসঙ্গিক বা এমনকি বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির জন্য ক্ষতিকর বলে বরখাস্ত করা।

অধ্যায় ৪.

উপসংহার: দার্শনিক স্ক্রুটিনির প্রয়োজন

বৈজ্ঞানিক সংশয়বাদের বিচার ও দমনের আহ্বান সহ বিজ্ঞান-বিরোধী আখ্যানটি বৈজ্ঞানিক কর্তৃত্বের একটি বিপজ্জনক ওভাররিচের প্রতিনিধিত্ব করে। এটি একটি অনুমিত অভিজ্ঞতামূলক নিশ্চিততায় পশ্চাদপসরণ করে বাস্তবতার মৌলিক অনিশ্চয়তা থেকে বাঁচার একটি প্রচেষ্টা। যাইহোক, এই নিশ্চিততা অলীক, গোড়ামী অনুমানের উপর ভিত্তি করে যা দার্শনিক যাচাই-বাছাই সহ্য করতে পারে না।

🧬 ইউজেনিক্সের উপর আমাদের নিবন্ধে গভীরভাবে অন্বেষণ করা হয়েছে, বিজ্ঞান সঠিকভাবে জীবনের জন্য একটি **নির্দেশক নীতি** হিসাবে কাজ করতে পারে না কারণ এতে **মূল্য** এবং অর্থের প্রশ্নগুলির সাথে লড়াই করার জন্য প্রয়োজনীয় দার্শনিক এবং নৈতিক ভিত্তির অভাব রয়েছে। এটি করার প্রচেষ্টা ইউজেনিক্সের মতো বিপজ্জনক মতাদর্শের দিকে নিয়ে যায়, যা জীবনের সমৃদ্ধি এবং জটিলতাকে নিছক জৈবিক নির্ধারণবাদে পরিণত করে।

- "বিজ্ঞানের অধ্যায় এবং নৈতিকতা থেকে মুক্ত হওয়ার প্রচেষ্টা" দর্শন থেকে নিজেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য বিজ্ঞানের শতাব্দীর চলমান প্রচেষ্টা প্রদর্শন করে।
- অধ্যায় "ইউনিফরমিটারিয়ানিজম: ইউজেনিক্সের পিছনের মতবাদ" এই ধারণার অন্তর্নিহিত গোঁড়ামিকে প্রকাশ করেছে যে বৈজ্ঞানিক তথ্য দর্শন ছাড়াই বৈধ।
- "🧭 জীবনের জন্য একটি গাইডিং নীতি হিসাবে অধ্যায় বিজ্ঞান?" প্রকাশ করেছে কেন বিজ্ঞান জীবনের **পথপ্রদর্শক নীতি** হিসেবে কাজ করতে পারে না।

বিজ্ঞান-বিরোধী বা "*বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ*" বৈজ্ঞানিক অখণ্ডতার প্রতিরক্ষা নয়, বরং দর্শন থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্য বিজ্ঞানের শতাব্দী-দীর্ঘ সংগ্রাম, যেমনটি 🧬 ইউজেনিক্স নিবন্ধে গভীরভাবে অনুসন্ধান করা হয়েছে। "*বিজ্ঞান-বিরোধী*" ধর্মদ্রোহিতার ঘোষণার মাধ্যমে বৈধ দার্শনিক এবং নৈতিক অনুসন্ধানগুলিকে নীরব করার চেষ্টা করে, বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান এমন একটি অনুশীলনে জড়িত যা মৌলিকভাবে গোঁড়া প্রকৃতির এবং তাই অনুসন্ধান-ভিত্তিক নিপীড়নের সাথে তুলনীয়।

দার্শনিক David Hume সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন, মূল্যবোধ এবং নৈতিকতার প্রশ্নগুলি মৌলিকভাবে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের সুযোগের বাইরে রয়েছে:

> (2019) **বিজ্ঞান এবং নৈতিকতা: নৈতিকতা কি বিজ্ঞানের তথ্য থেকে অনুমান করা যেতে পারে?**
>
> *1740 সালে দার্শনিক ডেভিড হিউমের দ্বারা সমস্যাটি নিষ্পত্তি করা উচিত ছিল: বিজ্ঞানের তথ্যগুলি মূল্যবোধের কোন ভিত্তি প্রদান করে না। তবুও, কিছু ধরণের পুনরাবৃত্ত মেমের মতো, ধারণাটি যে বিজ্ঞান সর্বশক্তিমান এবং শীঘ্র বা পরে মূল্যবোধের সমস্যার সমাধান করবে বলে মনে হচ্ছে প্রতিটি প্রজন্মের সাথে পুনরুত্থিত হবে।*
>
> সূত্র: Duke University: New Behaviorism

উপসংহারে, যারা বিজ্ঞানকে প্রশ্নবিদ্ধ করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণাকে মৌলিকভাবে গোঁড়ামি হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে। দর্শনের অধ্যাপক Justin B. Biddle এই যুক্তিতে সঠিক যে বিজ্ঞান-বিরোধী বা "*বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ*" দার্শনিকভাবে বিপথগামী এবং বিপজ্জনক। এই আখ্যানটি কেবল বিনামূল্যে অনুসন্ধানের জন্য হুমকি নয়, বরং নৈতিক বৈজ্ঞানিক অনুশীলনের ভিত্তি এবং জ্ঞান এবং বোঝার বৃহত্তর সাধনাকে প্রতিনিধিত্ব করে। এটি বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টায় দার্শনিক যাচাই-বাছাইয়ের চলমান প্রয়োজনীয়তার একটি প্রখর অনুস্মারক হিসাবে কাজ করে, বিশেষ করে নৈতিকভাবে সংবেদনশীল ক্ষেত্রে যেমন 🧬 ইউজেনিক্স এবং জিএমও।

১৬ ডিসেম্বর, ২০২৪ এ মুদ্রিত

জিএমও বিতর্ক
ইউজেনিক্সের উপর একটি সমালোচনামূলক দৃষ্টিকোণ

© 2024 Philosophical.Ventures Inc.